দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 0 8 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৩ ...

৪৬ মতামত

বেসরকারী শিক্ষকদের বদলি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

আমরা বেসরকারী (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার) শিক্ষকগণ দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। চাকরি জীবনে দেখা যায়, একজন শিক্ষকের স্থায়ী বাসস্থান বরিশাল। তিনি চাকরি করেন খুলনায়। আবার একজন শিক্ষকের স্থায়ী বাসস্থান যশোর। তিনি চাকরি করেন চাঁদপুর। এমন হাজার হাজার শিক্ষক আছেন, যারা এই সমস্যার সম্মুখীন। চাকরির স্থান স্থায়ী ঠিকানা হতে এত দূরে হওয়ায় এসব শিক্ষক রীতিমতো তাদের পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পারছেন না, এমনকি পরিবারের কোন লোক কোন রোগে মারা গেলে তাকে দাফন করার সুযোগও অনেক সময় পান না, যা অমানবিক। এমন সব কারণে শ্রেণীতে পাঠদানেও তাদের মানসিক বিঘ্ন ঘটে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে বেসরকারী শিক্ষকরা পরিবারের ভরণ-পোষণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় পরিবারের লোকদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে না পেরে ঈদ উদযাপন করতে গিয়ে মনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। এমতাবস্থায় নিম্ন স্কেলের শিক্ষকদের অন্তরে নেমে আসে কষ্টের তুফান। তাই তাদের বেতন স্কেলের এবং ঈদ বোনাসের বৈষম্য দূর করে ও চাকরি সার্ভিস বুক তৈরী করে প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায় নিজ নিজ এলাকায় বদলিযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

বিশেষ করে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেসরকারী শিক্ষকদের বর্তমানে দুর্ভোগের সীমা নেই। সামান্য বেতন দ্বারা দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির কারণে এবং বন্যার কবলে পড়ে জীবন রক্ষা খুবই কষ্টকর। আমরা না পাই সরকারী সাহায্য, না পারি অন্য কোন উপায়ে আয় করতে। আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখার জন্য প্রার্থনা করছি।

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের পক্ষে–
মোঃ আব্দুল কদ্দুস
জুনিয়র শিক্ষক।
কাউখালী কেন্দ্রীয় আলিম মাদ্রাসা।
কাউখালী, পিরোজপুর।